

বিরয়ার অধিবাসীরা, যেমন করেছিলেন তেমনভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে অন্বেষণ করুন। এবং শিক্ষা করুন কিভাবে তা অধ্যয়ন এবং ব্যবহার করতে হয়।

যারা ছোটদের শিক্ষাদান করছেন তারা B2b অধ্যয়নটি অবশ্যই পাঠ করবেন।

প্রার্থনা : “আমাদের স্বর্গীয় বাবা, তোমার বাক্যকে সঠিক ভাবে অনুবাদ করতে এবং তা আমাদের হৃদয়ে গচ্ছিত রাখতে সাহায্য কর”।



বর্তমান প্রয়োজন ও রীতির সঙ্গে মানানসই কার্যাবলী পছন্দ করুন।

১. ঈশ্বরের বাক্যের সাথে আপনার হৃদয় ও মনকে প্রস্তুত করুন।

প্রেরিত ১৭ঃ১০-১২ অংশে দুইটি পথের অন্বেষণ করুন যার দ্বারা বিরয়ার অধিবাসীরা সুসমাচারের প্রতি সাড়া দিয়েছিল।

১ পিতর ১ঃ১৪-২২ অংশে কিছু বিষয়কে খুঁজে বের করুন যা দেখায় যে ঈশ্বরের সত্য আমাদের জীবনের মাধ্যমে যেন কিছু ফল উৎপন্ন করে।

১ পিতর ১ঃ২৪-২৫ অংশে খুঁজুন কতদিন ব্যাপী ঈশ্বরের বাক্য আমাদের মধ্যে থাকবে।

২ তীমথিয় ৩ঃ১০-১৭ অংশে অন্বেষণ করুন পৌল, তীমথিয়কে কি লিখেছিলেন।

- পৌলের জীবনে তীমথিয় এমন কি লক্ষ্য করেছিলেন। যা তাকে মূল্যবান নির্দেশিকা দিয়েছিল? ১৪-১৫ পদ দেখুন।
 - ছোটবেলা থেকে তীমথিয় কি শিক্ষা করেছিলেন যা তাকে, যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন দ্বারা নিজের পরিত্রাণ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিয়েছিল? ১৪-১৫ পদ দেখুন।
 - বাইবেল লেখকদের কে অনুপ্রাণিত করেছিলেন? ১৬ পদ দেখুন।
 - অপরকে সাহায্য করার জন্য আমরা বাইবেলকে কি কি ভাবে ব্যবহার করতে পারি? ১৬ পদ আবার দেখুন।
 - কি উদ্দেশ্যে ঈশ্বর চান যে আমরা যেন তাঁর বাক্যকে অধ্যয়ন এবং অনুশীলন করি? ১৭ পদ দেখুন।
- ২ তীমথিয় ৪ঃ১-৫ অংশে তরুণ মেঘপালকদের জন্য কিছু কাজ খুঁজে বের করুন। ২ এবং ৫ পদ দেখুন।

২. সহকারীদের সাথে সপ্তাহের কর্ম পরিকল্পনা করুন।

- বিশ্বাসীদের সাথে দেখা করুন এবং তাদের নিজে নিজে বাইবেল অধ্যয়ন করতে সাহায্য করুন। উদাহরণঃ
- মণ্ডলীস্থ ছোট ছোট দল এবং পরিবারকে একত্রে বাইবেল অধ্যয়ন করতে সাহায্য করুন।
- বিশ্বাসীবর্গ এই অধ্যয়ন থেকে কি শিখেছিলেন সেই বিষয়ে পরস্পরকে প্রশ্ন করতে অনুপ্রাণিত করুন।
- প্রতি সপ্তাহে, বিশ্বাসীবর্গকে কিছু পদ মুখস্থ করতে সাহায্য করুন।

পবিত্র আত্মা সম্পর্কে আমার ভাইয়ের ছেলে আমার যা শিক্ষা দিয়েছে তা তোমার দেওয়া শিক্ষার সাথে মিলছে না।



বাইবেল নিজে এ সম্পর্কে কি বলছে তা তোমার জানা উচিত। বাইবেলের এই অধ্যায়গুলি লিখে নাও। এগুলো পড়ে নিজেই বুঝতে চেষ্টা কর পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে কি কি করেন।

লিখুনঃ যোহন ১৪-১৬ অধ্যায়; রোমীয় ৮ অধ্যায়; গালাতীয় ৫ অধ্যায় এবং ১ করিন্থীয় ১২-১৪ অধ্যায়। পরের সপ্তায় আপনার কাছে আমি যখন আবার আসবো তখন আপনি কি খুঁজে পেয়েছেন তা বলবেন।

৩. আগামী আরাধনার সময় সম্পর্কে সহকারীদের সাথে পরিকল্পনা করুন।

প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর, পবিত্র আত্মার শক্তিতে, তাঁর বাক্যের দ্বারা কথা বলেন, এবং তা শোনার পরই যেন ব্যবহারিক জীবনে তা প্রয়োগ করতে সাহায্য করেন।

প্রেরিত ১৭ঃ১০-১২ পদ পড়ুন।

- প্রথমত, প্রত্যেককে শ্রবণ এবং খুঁজে বের করতে বলুন বিরয়ার অধিবাসীরা কিভাবে সুসমাচারের প্রতি সাড়া দিয়েছিল।
- বর্ণনা করুন যে তাদের মত আমাদেরও ঈশ্বরের বাক্য পরীক্ষা করা উচিত।

আমাদেরকে নিষ্ক্রিয়ভাবে শোনার চেয়ে সক্রিয়ভাবে খনি থেকে সোনাটা বের করে নিতে হবে। আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টার, আকাঙ্ক্ষী হৃদয়সহ ঈশ্বরের বাক্যকে পরীক্ষা করা উচিত। নিম্নে কিছু সহজ পদক্ষেপ দেওয়া হলঃ

বাইবেলকে নিজে কথা বলতে দেওয়ার বিষয়ে বর্ণনা করুন। পরিচালনা প্রদানের জন্য প্রার্থনা করার পর, এই চারটি বিষয় করুনঃ

- ১) বাইবেলের নির্দিষ্ট অংশটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। প্রতিটি শব্দ এবং শব্দগুচ্ছ সহ।
 - ২) যদি অন্তর্নিহিত মানে পরিষ্কার না হয় তবে অংশটির বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এবং কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হয়েছে তা বিবেচনা করুনঃ
- কাদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে?
 - কে, কেন লিখেছিলেন?
 - নির্দিষ্ট অংশটির আগের ও পরের পদগুলি কি বলছে তা বিবেচনা করুন; যা মানে বুঝতে অনেক সাহায্য করে।
 - ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কি?
 - কখন লেখা হয়েছিল?

(যদি আলোচ্য অংশটি খ্রীষ্টের আগমনের পূর্বে লেখা হয়ে থাকে তবে তা পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত এবং ইস্রায়েলীয়দের জন্য দেওয়া ঈশ্বরের বিধিনিষেধ তার মধ্যে থাকবে, যা নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের জন্য প্রযোজ্য নয়)

- অংশটিতে ঈশ্বর আমাদেরকে কি করতে বলছেন?

গুরুত্বপূর্ণ

৩) এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়গুলি থেকে আসল সত্যগুলো এবং প্রয়োগসমূহ উদ্ধৃত করুন।

৪) যা খুঁজে পেয়েছেন সেগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ করুন।

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক যে তিনি আমাদেরকে বাইবেল দিয়েছেন।

বিশ্বাসীরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করে তাঁর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছেন সে বিষয়ে, তাদের সাক্ষ্য এবং প্রতিবেদন যাএগ করুন।

বাইবেল অনুবাদের উপর তৈরী নাটিকা

প্রথা মহাশয়ঃ “মি. নতুন বিশ্বাসী” কিছুক্ষণের জন্য বাইবেল অধ্যয়ন করবে, তারপর হঠাৎই বাইবেলটি তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য কিছু বই তাকে দিয়ে বলা হবে, বাইবেলের অর্থ তোমার নিজের দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়। তার পরিবর্তে এই নতুন বইগুলি পড়।

মি. নতুন বিশ্বাসীঃ জামার নীচে থেকে আর একটি বাইবেল বের করবে “বলাবে,” না, আপনি আপনার বইগুলি আপনার কাছেই রেখে দিন। আমি আমার হৃদয় মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যকে লুকিয়ে রেখেছি, বাইবেল অধ্যয়ন মুখস্থ এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগ করার মাধ্যমে।

প্রথা মহাশয়ঃ কেবলমাত্র সেই সমস্ত পুরোহিতই বাইবেলের সঠিক অর্থ বুঝতে সক্ষম যারা প্রাচীন পুঁথীর অনুবাদের উপর আধুনিক বইপত্র পড়েছেন।

মি. নতুন বিশ্বাসীঃ “আমাদের দলের পালক বলেছেন যে যদি প্রার্থনা এবং অনুবাদ সংক্রান্ত সাধারণ কিছু নিয়ম মেনে চলা যায় তবে, যেকোনও বিশ্বাসীই বাইবেলের অর্থ অনুবাদ করতে পারে।”

শিশুদের বলুন তারা যে কবিতা এবং নাটক প্রস্তুত করেছে তা যেন করে দেখায়। তারা তাদের তৈরী নাটক বা কবিতার উপর বিভিন্ন প্রশ্ন রাখতে পারে বয়স্কদের কাছে।

বিভিন্ন পরিবার এবং ক্ষুদ্র দলগুলির জন্য বাইবেল অধ্যয়নের জন্য তৈরী সপ্তাহব্যাপী যে পরিকল্পনা করেছেন তা এ সময়ে ঘোষণা করুন।

দুই বা তিনটি দলে ভাগ হয়ে একে অপরকে সাহায্য করুন। প্রার্থনা করুন। পরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট করুন এবং একে অপরকে উৎসাহ প্রদান করুন।

“প্রভুর ভোজ” সম্পাদনের জন্য যাত্রাপুস্তক ১২ঃ৩,৭-৮, ১২ পদগুলি পড়ুন। প্রথম নিস্তারপর্বের বিষয়ে সংক্ষেপে বলুন এবং সেই ভোজের বিষয় যার মধ্যে দিয়ে যীশুখ্রীষ্ট এক নতুন নিয়ম স্থাপন করেছেন। যখন তিনি সবচেয়ে পবিত্র অনুষ্ঠান হিসাবে ইহার প্রবর্তন করেছিলেন, যীশু হলেন ঈশ্বরের মেঘ শাবক। যিনি আমাদের পাপ এবং মৃত্যু থেকে উদ্ধারের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েছেন।

২য় তীমথিয় ৩ঃ১৬-১৭ অংশটি একত্রে মুখস্থ করুন।

